তারিখ 18 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক চর্চা

'লোক-দেখানো' কর্মকাণ্ডে অনেক সংগঠন

হাসান মেহেদী ▷

সাংস্কৃতিক চর্চা আর বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে উঠেছে অর্ধশতাধিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এসব সংগঠনের পেছনে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ প্রায় ৫৬ লাখ টাকা। কিন্তু বেশির ভাগ সংগঠনের তেমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই। টিএসসিতে একটি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া এবং তা ধরে রাখাই অনেক সংগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক চর্চার কথা বলে নানাভাবে টাকা আয়ের 'ধান্দাও' আছে অনেক সংগঠনের। এমন অভিযোগও আছে যে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যানারে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। সংস্কৃতিব্যক্তিত্বরা বলছেন, সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আরো আন্তরিক হতে হবে। বাড়াতে হবে নজরদারিও। এ ছাড়া ছাত্র সংসদ নির্বাচনও জরুরি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) সূত্রে জানা গেছে, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, রোভার স্কাউট, বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জার ইউনিট, দাবা ক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, ফটোগ্রাফি সোসাইটি, ট্যুরিস্ট সোসাইটি, আইটি সোসাইটি, সাইক্লিং ক্লাব, চলচ্চিত্র সংসদ, মাইম অ্যাকশন, ক্যারিয়ার ক্লাব, কুইজ সোসাইটি, সায়েন্স সোসাইটি, কালচারাল সোসাইটি, রিসার্চ সোসাইটি, স্কুল অব ঘাসফুল, জয়ধ্বনি, প্রভাতফেরি, স্লোগান ৭১, ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশনসহ (ডুমুনা) অর্ধশতাধিক সংগঠন রয়েছে।

> এসব সংগঠনের পেছনে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ প্রায় ৫৬ লাখ টাকা

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে কক্ষ দখলের 'রাজনীতি' এখন সবচেয়ে বেশি চলছে। অভিযোগ আছে, ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির নিষিদ্ধ হলেও সাংস্কৃতিক সংগঠনের আড়ালে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। প্রগতিশীলতার ব্যানারে সংগঠন খুললেও নেতৃত্বে রয়েছে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।

ক্যাম্পাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কয়েকটি সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে ছাত্রশিবির। ইতিমধ্যে প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।'

'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' ও 'সাংস্কৃতিক ইউনিয়ন' মাঝেমধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে কর্মকাণ্ড চালালেও তা নিয়মিত নয়। বছরে লোক দেখানো একটা অনুষ্ঠান করেই 'সাংস্কৃতিক দায়িত্ব' সারে বেশির ভাগ সংগঠন। অনেক সংগঠন আছে, যাদের কক্ষ বছরে মাত্র একবার খোলা হয়।

আর্থিক কেলেঙ্কারির দায়ে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল 'প্রকাশই প্রতিভা' স্লোগানে পরিচালিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি'। বর্তমানে এটি ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের এক নেতার তত্ত্বাবধানে চলছে। অনেকটা রাজনৈতিক কার্যালয় বানিয়েছেন তিনি। সাপ্তাহিক, মাসিক বিতর্ক হলেও হাতে গোনা ১০-১৫ জনের বেশি বিতার্কিক অংশগ্রহণ করেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর ১২ লাখ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পায় সংগঠনটি।

এই সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ আব্দুল্লাহ বিন মুন্সি বলেন, 'আমরা প্রতি সপ্তাহে দুটি করে সেশন করি, যেখানে শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকেন।'

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা সাংস্কৃতিক সংগঠন 'জয়ধ্বনি' সম্প্রতি চালু হলেও তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ে না। বেশির ভাগ সময়ই তাদের কক্ষটি বন্ধ থাকে। 'দাবা ক্লাবে'র নেই কোনো কার্যক্রম। তবু কক্ষ দখল করে আছে সংগঠনটি। প্রতিবছর ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দও পায় তারা। 'সাইক্লিং ক্লাব' বছরে একটি শোভাযাত্রা করলেও তাদের জন্য বরাদ্দ এক লাখ টাকা।

'ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশনস অ্যাসোসিয়েশন' নামের সংগঠন বছরে সাড়ে তিন লাখ টাকা বরাদ্দ পায়। কিন্তু কার্যক্রম না থাকায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী সংগঠনের নামই জানেন না।

এ ছাড়া প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রোভার স্কাউট তিন লাখ টাকা, ফটোগ্রাফিক সোসাইটি আড়াই লাখ, ট্যুরিস্ট সোসাইটি সোয়া দুই লাখ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি কুইজ সোসাইটি দেড় লাখ, সাংস্কৃতিক সোসাইটি দুই লাখ, 'স্লোগান ৭১' দেড় লাখ ও স্কুল অব ঘাসফুল এক লাখ টাকা বরাদ্দ পায়। কিন্তু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম দায়সারা গোছের।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, তখন টিএসসি প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর টিএসসি ঘিরে বছরজুড়ে সাংস্কৃতিক আবহ বিরাজ করত, যেটা আর দেখা যায় না। এ আবহ ফিরিয়ে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।'

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়া সম্পর্কে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একসময়ের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা টিএসসিকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন। কিন্তু এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না। এর পেছনে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতিই দায়ী।'

সার্বিক বিষয়ে টিএসসির পরিচালক মহিউজ্জামান চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কক্ষগুলো টিএসসি কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ দেয়নি, উপাচার্যের কাছ থেকে বরাদ্দ নেওয়া। সংগঠনগুলোর কার্যক্রম আগের চেয়ে বাড়লেও তা আশানুরূপ নয়। এর পেছনে আধুনিকতার প্রভাব অনেকাংশে দায়ী।' সংগঠনগুলোর কার্যক্রমে নজরদারি চালানোর ব্যাপারে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বরাদ্দ দেয়। কিন্তু আর্থিক কোনো নজরদারি চালায় না।'